গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
www.naem.gov.bd

নং-নায়েম/৩৭.০৪.২৬৬৩.৪০২.৪ ৬.০২১.১৭/-১১৮২

তারিখ: ১৫/০৯/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
৩০/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ ইনোভেশন সভার কার্যবিবরণীর আলোকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রেরণ।

সূত্রঃ নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০৫.১৯-১২৬ তারিখঃ ২৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের, বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখার ইনোভেশন সভার কার্যবিবরণীর আলোকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

(প্রফেসর আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ)
মহাপরিচালক, নায়েম
ফোনঃ ৫৫১৬৭৫২৮
e-mail:info@naem.gov.bd

অতিরিক্ত সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ জাকিয়া পারভীন, উপসচিব, বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়), ঢাকা, ই-মেইলঃ apashed17@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
www.naem.gov.bd

১. **উদ্ভাবনের শিরোনাম : Store Management Application**

২. **কীভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমি :**

গতানুগতিক পদ্ধতিতে নায়েম স্টোরে সহস্রাধিক ধরনের মালামাল সংগ্রহ (ক্রয়) ও বিতরণের হিসাব বিবরণী স্টোর রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি রেকর্ড করা হতো। যার ফলে যোগ-বিয়োগ এর হিসাবে ভুল ত্রুটির সম্মুখীন হতে হতো। উপরন্তু এই রেকর্ড সময়মত যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হতো না। বিভিন্ন সময়ে মালামালের হালনাগাদ তথ্য স্টোর কিপার রাখতে পারতো না। ফলে মালামালের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব হতো না এবং এটাও বোঝা যেতো না কোন কতগুলো মালামাল আছে বা শেষ হয়েছে। ফলে অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় অনেক ক্ষেত্রে নায়েম-এ অনুষ্ঠিত অনেক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী যথাসময়ে সরবারহ করা যেত না, ফলে প্রশিক্ষণ কোর্স সুচারু রুপে পরিচালনা করতে সমস্যা হতো। এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য সদা হালনাগাদ তথ্য নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

- **বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ সমূহ :** বর্তমানে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারকে সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যেখানে সফট্ওয়ারটি হোস্ট করা হয়েছে। ডেস্কটপ কম্পিউটারকে দীর্ঘ দিন সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ। এটির আধুনিকায়ন জরুরি।

- **অনুপ্রেরণার উৎস :** বর্তমানে নায়েম-এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে চলমান অনলাইন রেজিট্রেশন অ্যাপ্লিকেশন এর উদ্ভাবন, প্রয়োগ এবং রক্ষনাবেক্ষন সফলভাবে নিজেদের জনবলের মাধ্যমে বিনা খরচে করতে পারার ফলে নতুনভাবে স্টোর ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন উদ্ভাবন।

- **গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ :**
  ১. গতানুগতিক ধারায় স্টোর ব্যবস্থাপনার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ;
  ২. ত্রুটি ও সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য সফট্ওয়ার ডিজাইন ও পরিকল্পনা গ্রহণ;
  ৩. মালামালের নাম সমূহ শ্রেণিকরণ করে ডেটাবেজে অন্তর্ভূক্তকরণ;
  ৪. নায়েম-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদবীসহ নাম ডেটাবেজে অন্তর্ভূক্তকরণ;
  ৫. সফট্ওয়ারে যথাসম্ভব নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
  ৬. ব্যবহারকারীর জন্য সফট্ওয়ার যথাসম্ভব সহজীকরণ।

- **বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল :**

  ১. ক্যাটাগরি অনুযায়ী মালামালের নামসমূহ নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহায়তা গ্রহণ;
  ২. সফট্ওয়ার ডেভেলপমেন্টের চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট স্টাডি ও অনলাইন রিসোর্চ ও ইউটিউবের সহায়তা গ্রহণ।

- **টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণী :**

১. টেকসইকরণের জন্য আশু প্রয়োজন একটি সার্ভার কম্পিউটার (আনুমানিক মূল্য ৩ লাখ) ও একটি ব্যাক আপ সার্ভার/ডেস্কটপ কম্পিউটার;

২. নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

৩. **উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অর্জিত কল্যাণ সমূহ :**

১. নায়েম ও নায়েম প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কমপক্ষে চার শ্রেণির (প্রশাসন, স্টোর কিপার, কোর্স সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সকল কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ) লোকবলের উদ্যোগে কল্যাণ সাধিত হয়।

২. উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে স্টোর ব্যবস্থাপনায় সর্বদা হালনাগাদ তথ্য সমৃদ্ধ হবে। কোর্সসমূহে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ সম্ভব।

৩. গৃহীত পদ্ধতিতে নির্বিঘ্নে তৎক্ষনাৎ মালামাল সমূহের সংখ্যা ও অবস্থা বিবেচনা করে চাহিত উপকরণ সমূহ যথাসময়ে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন স্টোর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

৪. অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

৪. **উপকার বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতির বিবরণ :**

উদ্ভাবিত ধারণা বাস্তবায়নের ফলে নায়েম-এ ৩ ধাপে ৩ শ্রেণির অংশীজনেরা সহজতর সেবা পাচ্ছেন। প্রশাসন বিভাগ তাৎক্ষনিক স্টোরের হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন সরাসরি। এই ব্যবস্থাপনার ফলে প্রশাসন বিভাগের পক্ষে প্রতিটা মালামালের প্রকৃত তথ্য জেনে সত্ত্বর ক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে ফলে চাহিদা মাফিক মালামাল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন কোর্স পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোর্স সমন্বয়ক ও কোর্স পরিচালক নির্বিঘ্নে কোর্স পরিচালনা করতে পারছেন; ফলে প্রশিক্ষণ কোর্সের মান অনেকাংশে উন্নত হয়েছে। মূল অংশীজন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ সামগ্রীর সরবরাহ পাওয়াতে আন্তরিকতার সাথে কোর্সে অংশগ্রহণ করে সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করতে পারছেন।

৫. ভিডিও লিংক(ইউটিউব) : https://youtu.be/CktkXBFkjT4

৬.

১. প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, নায়েম;
২. জনাব খান রফিকুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ, নায়েম;
৩. ড. মোঃ সাফায়েত আলম, সহকারী পরিচালক, অর্থ, নায়েম;
৪. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী পরিচালক, কমন সার্ভিস, নায়েম;
৫. জনাব মোঃ শাহীন উদ্দিন, টিচার ট্রেইনার, নায়েম।

31.12.19
(স্বপন কুমার সাহা)
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ
ও
সদস্য সচিব, ইনোভেশন কমিটি

নায়েম অনুষদবৃন্দ কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণা

শিরোনাম: একাডেমিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে নায়েম অনুষদ ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ শিক্ষানিতি-২০১০ এ শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষানীতিতে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশনা রয়েছে। এ নির্দেশনা বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)। অধিকন্তু, শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের দলিলে নায়েমকে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য "Center of Excellence"- এ রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নায়েমের অনুষদবৃন্দ জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য "Communication, Collaboration & Empowerment/Capacity Building" শিরোনামে একটি উদ্ভাবনী ধারণা প্রনয়ণ করেছে। প্রাথমিকভাবে এই ধারণাটি এটুআই প্রকল্পের সহায়তা ও নায়েমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৪৯ ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য আগামী ২৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে আয়োজিতব্য উদ্ভাবনী মেলায় উপস্থাপন করা হবে। পরবর্তিতে উদ্ভাবনী ধারণাটির অন্তর্গত কার্যক্রমসমূহ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে নায়েম অনুষদদের পেশাগত উৎকর্ষতা সাধণে এটি কার্যকর কিনা তা যাচাইপূর্বক পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরিমার্জন শেষে এটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সমস্যার বিবরণ

উল্লিখিত জাতীয় প্রেক্ষাপট ও শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যের আলোকে নায়েম পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত সমস্যাটি অনুধাবণ করা অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের জন্য দক্ষাতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। নায়েম জার্নালে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ, নায়েমে কর্মরত অভিজ্ঞ অনুষদদের মতামত ও সর্বপরি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষনার্থীগণের মতামত থেকে নায়েমের প্রশিক্ষণ ইনপুট এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জনের মধ্যে হেরফের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ ধারণার আরও গভীরে প্রবেশ করলে প্রশিক্ষণ ইনপুট ও গুণগত শিক্ষার নির্দেশকসমূহের মধ্যে সম্পর্কহীনতা পরিলক্ষিত হয়। অনেকে হয়ত সমস্যার কারন অনুধাবণ না করেই সমস্যা থেকে উত্তরণের বিভিন্ন উপায় বাতলাবেন। কিন্তু সমস্যার কারণ অনুসন্ধান ও অনুধাবনের মধ্যেই সমস্যা সমাধানের উপায় ও এ বিময়ে দক্ষতা অর্জনের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। বাংলাদেশের জন্য এটি অনস্বীকার্য হলেও সুদূরপরাহত। তদুপরি, নায়েম অনুষদদের পক্ষ থেকে উদ্ভাবনী ধারণা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি উপরোল্লিখিত সমস্যার আলোকে এর অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান ও অনুধাবনের প্রয়াস চালিয়েছেন। কমিটি সমম্যার অন্তরালে নিম্নরূপ কারণসমূহ চিহ্নিত করেছেন

নায়েমের প্রশিক্ষনার্থী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দের মধ্যে একাডেমিক আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময় করার স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নাই। এর মূল কারণ নিজেদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেটওয়ার্কের অনুপস্থিতি। নিয়মিত যোগাযোগ প্রক্রিয়া অব্যাহত না থাকার জন্য প্রশিক্ষক হিসাবে নিজেদের চিন্তা ভাবনা বিনিময় হয়ে উঠেনা। ফলাফল স্বরূপ নিজেদের মধ্যে একাডেমিক চিন্তা ভাবনায় এক ধরণের ফারাক দেখা যায়। চূড়ান্তভাবে এর প্রভাব নায়েমের দৈনন্দিন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গিয়ে পড়ে। চূড়ান্তভাবে এর প্রভাব গিয়ে পড়ে আমাদের দৈনন্দিন একাডেমিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে।

কার্যক্রম : নায়েমে একটি 'Creativity and Change Research Lab' স্থাপন করা। এটা দুই রকম হতে পারে, যেমন: নায়েম অনুষদবৃন্দ Lab-এর ক্যালেন্ডার মোতাবেক সরাসরি বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া নায়েম ওয়েবসাইটে একটি Learn Site খোলা যেতে পারে। এ Learn Site-এ নায়েম অনুষদ ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ তাঁদের সুবিধামত সময়ে একাডেমিক বিষয়ে পারস্পরিক মতামত বিনিময় ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গেও এর সংযোগ থাহতে পারে।

- প্রত্যেক মাসে নায়েম অনুষদবৃন্দের মাঝ থেকে একজনকে নির্বাচিত করা হবে যিনি ঐ মাসের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের Co-ordinator হিসেবে কাজ করবেন।
- নায়েমের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কক্ষে একটি করে 'Creative Learning Board' স্থাপন করা হবে যেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদেও প্রশিক্ষণ চাহিদা তুলে ধরবেন।
- নায়েমের মহাপরিচালক এবং চারজন পরিচালক প্রশিক্ষণার্থী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দের এই কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত সহযোগিতা প্রদান করবেন যাতে এই প্রক্রিয়াটি চলমান থাকে।
- সকল প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য Computer ও software directed মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন
- উপরোল্লিখিত কার্যক্রমসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ

প্রত্যাশিত ফলাফল :

- নায়েমের প্রশিক্ষণার্থী ও অনুষদবৃন্দ 'আমি' ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করে 'আমরা' ধ্যানধারণা পোষণ করতে অভ্যস্ত হবেন।
- সকলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া মজবুত হবে।
- দলে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করবেন।
- সমস্যা সমাধানে গতি আসবে।
- নিজেদের মধ্যে 'Professional Learning Community' তৈরি হবে।

শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের জাতীয় আকাঙ্খার নিরিখে বিবেচনা করলে নায়েম অনুষদবৃন্দ কর্তৃক প্রণীত উদ্ভাবনী ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এটি বাস্তবায়নের জোড় উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। পাঠকগণের সুবিধার্থে উদ্ভাবনী ধারণাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদান করা হল। এর উপর কারো কোন মতামত থাকলে তা নায়েম কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার অনুরোধ রইল।